গ্রামের পাষণ্ড যারা বাধ্য নহে তায়।
কাছারীতে নায়েবের কাছে গিয়া কয়।।
"কি 'মত এ গ্রামে আনিয়াছে দশরথ।
গ্রাম্য লোক নষ্ট হ'বে থাকিলে এ' মত।।
মেয়ে পুরুষেতে বসি একপাতে খায়।
মেয়েদের এঁঠে খায় পদধূলা লয়।।
পুরুষ ঢলিয়া পড়ে মেয়েদের পায়।
মেয়েরা ঢলিয়া পড়ে পুরুষের গায়।।
দিবানিশি হরিনাম পেয়েছে কি মধু।
রাত্রি ঘুম পড়া নাই এ কেমন সাধু।।
ওড়াকান্দী হ'তে হরি ঠাকুরকে আনে।
সে ঠাকুর যেন কি মোহিনী মন্ত্র জানে।।
বুঝিয়াছি ইহারা নিশ্চয় জানে যাদু।
হরিব'লে যায় চ'লে সতী কুলবধূ।।
এ গ্রামে লেগেছে বাবু বড় হুলস্থূল।
গ্রাম্য নমঃশূদ্রদের গেল জাতিকুল।।
কশ্যপ মুনির বংশ গোত্রজ কাশ্যপ।
দশরথ হ'তে সেই মান্য হয় লোপ।।
ইহার বিচার কর আনিয়া কাছারী।
এই কাণ্ড আপনাকে দেখাইতে পারি।।
ঠাকুর আছেন দশরথের ভবনে।
সকল প্রত্যয় হবে দেখিলে নয়নে।।
রাত্রিকালে হুড়াহুড়ি শুনা যায় শব্দ।
ছয় সাত দিন মোরা হ'য়ে আছি স্তব্ধ।।"
নায়েব বলিছে 'এবে যাও গো সকলে।
আমাকে লইয়া যেও কীর্ত্তনের কালে।।'
সূর্য্যদেব ডুবে গেল সন্ধ্যাকাল এল।
নামগান কীর্ত্তনেতে সকলে মাতিল।।
পুরুষ যতেক বসে বিছানা উপরে।
মহাপ্রভু বসেছেন গৃহের ভিতরে।।
দরজা নিকটে খোল করতাল বাজে।
ঠাকুর আছেন বসি কীর্ত্তনের মাঝে।।
রামাগণ অনেকে ব'সেছে গৃহভরা।
মাঝে মাঝে হুলুধ্বনি দিতেছে তাহারা।।
কেহ বা প্রভুর অঙ্গে দিতেছে বাতাস।
ঠাকুরের ঠাঁই বসি পরম উল্লাস।।
নামগানে যবে প্রেমবন্যা বয়ে যায়।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি দেয়।।
গৃহে বসিয়াছে রামাগণ সারি সারি।
প্রভুপার্শ্বে কাঁদিতেছে মালাবতী নারী।।
কোন নারী ঠাকুরের চরণে লোটায়।
কোন নারী পদ ধরি গড়াগড়ি যায়।।
কোন নারী কেঁদেছে 'হা হরি জগন্নাথ।'
শ্রীপদ ধোয়ায় কেহ করি অশ্রুপাত।।
হেনকালে গ্রামীরা নায়েবে ল'য়ে যায়।
বাড়ীর উপরে নিয়া তাহাকে বসায়।।
দুই ভাগ করিয়া আসনে লোক সবে।
চৌকিপাতি সমাদরে বসায় নায়েবে।।
যে স্থান হইতে ঠাকুরকে দেখা যায়।
এমন স্থানেতে নিয়া নায়েবে বসায়।।
রামাগণ বাহ্যজ্ঞান-হারা সবে ঘরে।
নায়েব বসিয়া সেই ভাব দৃষ্টি করে।।
অজ্ঞান হইয়া কেহ প্রেমে গদগদ।
'হা নাথ' বলিয়া কেহ শিরে ধরে পদ।।
চতুর্দ্দিকে নারীমালা মালাবতী বামে।
মৃদুস্বরে হরি বলে মত্ত হ'য়ে প্রেমে।।
মালাবতী ভেসেছেন নয়নের জলে।
স্কন্ধে হাত দিয়া হরি 'কেঁদ না মা' বলে।।
বদনে তাম্বুল চাবা চর্ব্বন যা ছিল।
কাসি সহ সেই চাবা ঠাকুর ফেলিল।।
মালাবতী হস্ত পাতি ধরিল চর্ব্বন।
মস্তকে পরশ করি করিল ভক্ষণ।।
ভক্ত পদরজঃ ভক্ত পাদধৌত জল।
ভক্তভুক্ত শেষ এই তিন মহাবল।।